হিমাংশুরঞ্জন দেব
গানের খোঁজে

আমি খুঁজে ফিরি কোথায় সারি-সারি সুপারিগাছে ঘোরা
তোমার সেই বাড়ি–
পূবদিক খোলা সামনে একটু দূরে, বয়ে যায় খেয়ালী তোর্ষা।
ঘাসে ঢাকা সরু আলের রাস্তা দিয়ে
ধুলাওড়া আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে হেঁটে দূর দূরান্তের অজানা গ্রামে

কোথায় তুমি তোমার সেই গ্রাম সেই বাড়ি
সুপারিগাছে বেড়ে ওঠা পানের লতা
শাঠিহলুদে অযত্নে ছেয়ে যাওয়া পাদদেশ
পথের বাঁকে ছাতিমগাছের ছায়া।

খুঁজে ফিরি আমি তোমায়
কাজের খোঁজে ভিন দিশে গেছে যারা পথ হারিয়ে সে পাড়ায়
বাড়ি বাড়ি পড়ে আছে দোতারা বাঁশি খোল-কর্তাল
নেই বাদক গায়ক–

ছাতিমের শুকনো ডালে বারান্দায় রান্নাকরে
আধ ঢাকা শরীরে তোমার প্রেমিকা মা বা মেয়ে

কোথায় তুমি আর সবুজ প্রান্তর–
আমি গ্রামে গ্রামে তোর্ষার পাড়ে পাড়ে আলপথে হেঁটে খুঁজি।

পরকীয়া
অনন্ত দাশ

আগুনের ফুলকি ওড়ে হঠাৎ হাওয়ায়
পুরনো স্মৃতির সঙ্গে
ওড়ে কিছু ধুলোবালি খড়কুটো
ওড়ে কিছু ছাই
যতই খোঁচাবে তুমি
অনর্থক বেড়ে যাবে ঘরের উত্তাপ

সভয়ে এড়াতে চাই
অতীতের ভূতের কংকাল
তাকে কেন আনো টেনে নিভৃত জীবনে
দৃশ্যের আড়াল থেকে
অতর্কিতে ভেসে আসে
কাল্পনিক মানবীর ছায়া

তাকে কেন আনো ডেকে
দৃশ্যের আড়াল থেকে
অকস্মাৎ আদিম রিপুর
কেন এই প্রকাশ্য বিস্তার।

একদিন জীবন থেকে
ছায়ামূর্তি দূরে যাবে সরে
সেই মেঘমুক্ত পৃথিবীতে
দুজনে দাঁড়াব মুখোমুখি

প্রেম আসে প্রেম যায় ভালবাসা কখনো মরে না

র‍্যাঁবোকে অনুকরণ করে
সৈয়দ কওসর জামাল

হিংস্রতা দর্শন আমাদের আর অজ্ঞতা বিজ্ঞান
কতোদিন আগে র‍্যাঁবো বলেছেন তাঁর কবিতায়
তাঁকেই অনুকরণ করে কবিতার নাম দিই–গণতন্ত্র
তোমার পতাকা তুলি অরণ্যের শুকনো ডালে ডালে
শাণিত ভাষায় শ্বাসরোধ করি বন্য মাদলের
রক্তাক্ত করেছি আগে খেত শষ্যবীজ
এইবার রূপকথা শোনো, যা তোমার শিশুরাও ভুলে গেছে
যখন তোমাকে ভয় পাই, তোমার দুহাত ধরে থাকি
সেই হাত দেখি রাজদন্ড হয়ে পৃথিবী কাঁপায়
আমাদের দুঃখ যত বোকাসোকা নাদুসনুদুস
ধুলোভর্তি গা, দুহাত তুলে নাচতে থাকে ঝিঁঝিঁডাকে
শুনে যাই শাশ্বত তোমার যত জন্মের কাহিনি
শোনাও আদিম গান, হাড়গুঁড়ো করা রাজপ্রসাদের ভার
তবুও স্বপ্নেরা আসে জলস্তম্ভের গায়ে গেঁড়িগুলির মতো
যখনই পাগলাঘন্টি বাজে দূরে, প্রবল উল্লাসে ছুটে যাই
এইবার বুঝি মহাযুদ্ধের মহড়া শুরু হবে
এইসব উত্তেজনা সুরকর আন্তর্জালে বন্ধুত্বের মতো
যত রসাতলে যাই, প্রগতির পথ ভেবে উচ্ছ্বসিত হই।

চন্দ্রাহত দুই
নমিতা চৌধুরী

বাটিভর্তি জ্যোৎস্না নিয়ে কেউ এসে দাঁড়ায়
অচেনা মুখের আদল
তবু গভীর আহ্লাদে পান করি সুধা
যেন দীর্ঘ উপবাসী
চেটেপুটে সবটুকু খাই

সামনে তুখোড় মনোবিদ
আড়চোখে জরিপ করছে আমাকে
আমিও এক্কাদোক্কা খেলা জানি
যে ঘর আমি কিনেছি সেই ঘরে
কিছুতেই বসতে দেবনা তোমাকে